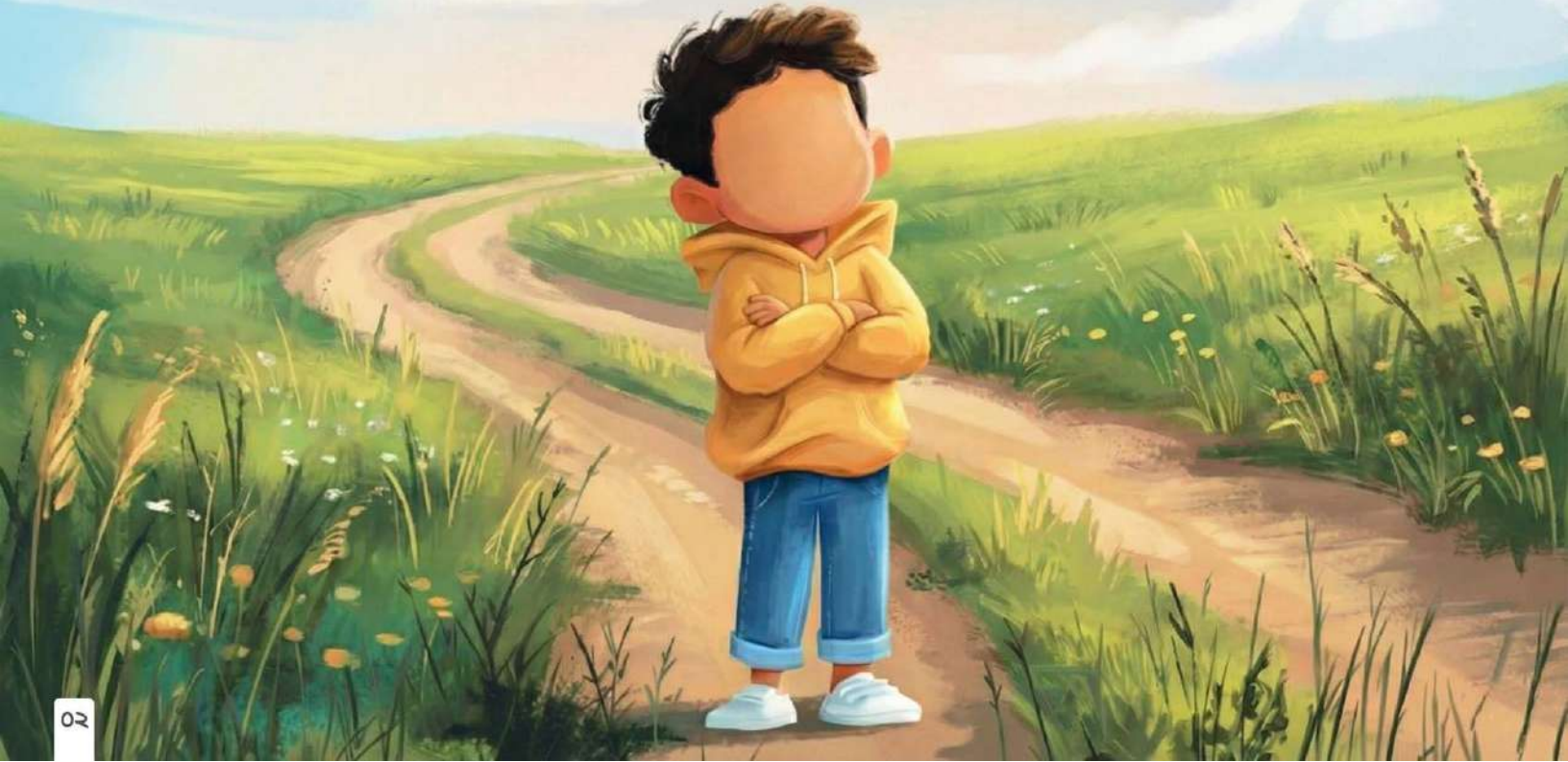


আলি খুব ছোট্ট একটা ছেলে। মনটা তার সকালের শিশিরের মতো সুন্দর। তার মনে সকলের জন্য আছে অনেক দয়া-মায়্যা এবং ভালোবাসা। আলির মা বেঁচে নেই। তবে বিশেষ একজন মানুষ আলিকে কখনোই মায়ের শূন্যতা বুঝতে দেন না। মানুষটি আলিকে অনেক ভালোবাসে। আলির দুর্দান্ত সব অভিযানে আলিকে সহ্ দেয়।



একটি সুন্দর আলো ঝলমলে সকালে আলির বাবার এক বন্ধু আলিকে দেখতে এলেন। তার হাতে একটি উপহারের প্যাকেট। সেই প্যাকেট আলির হাতে দিয়ে তিনি বললেন, ‘এই নাও, আলি। তোমার জন্য বাবার রেখে যাওয়া উপহার। সাবধান কিন্তু! এই প্যাকেটে কী আছে তা কখনোই কাউকে বলো না, কেমন?’

আলি খুব অবাক হয় আর ভাবে, ‘কী থাকতে পারে এই প্যাকেটে?’



চশমাটা চোখে পরতেই আলি যেন একটি স্বপ্নের রাজ্যে ঢুকে পড়ল! মাথার উপরে হলুদ বেগুনি রঙের আকাশ। তুলতুলে নরম মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে আলির চারপাশে। তার উপরেই ভেসে আছে একটি হাসি হাসি ছোট্ট রোবট। রোবটটি আলিকে সালাম দিয়ে বরণ করে নেয়। তারপর রোবটটি বলল, ‘আলি, আমি তোমার চশমার ভেতর থেকে বলছি। আমার নাম আলিফ। এই নাম দিয়েছিলেন তোমার বাবা। আজ থেকে তুমি আর আমি বন্ধু। আমরা নতুন নতুন সব অভিযান করব আজ থেকে, কেমন? কিন্তু তার আগে বলো তো—তুমি কি সালাত পড়েছ আজ?’

আলি সালামের জবাব দিয়ে বলল, ‘ওহ হো! আমি তো একদম ভুলে গিয়েছি। তুমি দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি পড়ে আসি।’ এই বলে আলি মসজিদে চলে গেল সালাত আদায় করতে।

সালাত আদায় করে আলির মনটা একটু হালকা হয়। সালাত শেষে সে তার বাবা-মা'র জন্য অনেক দুয়া করে। আল্লাহকে বলেন যেন তিনি তার বাবা-মা'কে অনেক অনেক ভালো রাখেন। রোবট আলিফ বলে, 'বাবা-মা'র জন্য সন্তানের দুয়া আল্লাহ কবুল করেন। তিনি নিশ্চয় তোমার বাবা-মা'কে ভালো রাখবেন, আলি।'

আলিফের কথা শুনে আলির মনটা ভরে উঠে। এভাবে আলিফের ভালো ভালো কথায় আস্তে আস্তে আলির মন থেকে দুঃখগুলো দূর হয়ে যায়।

গুণ্ডধন জমা করি

এবং তাদের (পিতার মাতার)
প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে
তাদের সামনে নিজেকে
বিনয়াবনত করে এবং দু'আ
করে, হে আমার প্রতিপালক!
তারা যেভাবে আমার শৈশবে
আমাকে লালন-পালন করেছেন,
তেমনি আপনিও তাদের প্রতি
রহমতের আচরণ করুন।

সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ২৪

পয়েন্ট +১০০



আলিদের স্কুলটা অনেক সুন্দর। শিক্ষকেরাও অনেক ভালো। তারা মজার মজার সব বিষয় শেখান। তবে স্কুলে কিছু ছেলেরা আছে অনেক দুষ্টি। ওরা অন্য ছেলেদের পঁচা নামে ডাকে আর বিরক্ত করে। এটা আলির একদমই পছন্দ নয়। ‘আচ্ছা, ওরা এতো দুষ্টি কেন?’—আলি ভাবতে থাকে।

গুণ্ডধন জমা করি



হে ইমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্বেষ না করে, হতে পারে তারা বিদ্বেষকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্বেষ না করে, হতে পারে তারা বিদ্বেষকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ইমানের পর মন্দ নাম কতইনা খারাপ! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালেম।

সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১১

পয়েন্ট +২০৯



আলিফ বলল, ‘তোমার কাছে কিছু ঢাকা আছে না? সেই ঢাকাগুলো হলো বীজের মতো। তুমি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ভালো ভালো কাজে সেই ঢাকা খরচ করো, আল্লাহর জান্নাতে তোমার জন্য সুন্দর সুন্দর উপহার তৈরি করে রাখবেন। তুমি তোমার ঢাকাগুলোকে আলাদা আলাদা বোয়ামে ভরে রাখো। যখনই ভালো কাজের সন্ধান পাবে, সেখানেই খরচা করবে।’
রোবট বন্ধু আলিফের এই বুদ্ধি আলির অনেক পছন্দ হলো।



টিফিনের ঢাকা বাঁচিয়ে তারা গরিব প্রতিবেশীদের জন্য কিছু খাবার তৈরি করল। তারা রুটি বানাল। ঘি আর গুড়-সহ সেই রুটি খেতে দিল গরিব প্রতিবেশীদের। খাবার পেয়ে গরিব প্রতিবেশীরা অনেক খুশি হলো। এভাবেই ভালো ভালো কাজ করতে থাকে আলি ও তার বন্ধুরা, যেভাবে করতেন আমাদের নবি আর রাসুলগণ।

